DEC. 25 2001

দৈনিক ...

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী ডেন্টাল কলেজগুলোতে নিয়মনীতির বালাই নেই

শফিক রহমান

দেশের ডেন্টাল কলেজগুলোর অভ্যন্তরে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। সরকারের কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছে না কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। কলেজগুলোর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ থাকলেও সরকারী প্রশাসন কোনরকম তদারকি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। নিয়মবহির্ভূতভাবে ছাত্র ভর্তি করেও প্রতিবছর হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে কয়েক লাখ টাকা।

ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে মালিবাগের পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ। এই কলেজে কোন ধরনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জনকণ্ঠ ভবনে এসে লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করেও কোন দাবি মেনে নেয়নি। এমনকি কলেজে পুলিশ পাহারা বসিয়ে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের বিতাড়িত করে কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা আরও অভিযোগ করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক দফতর নির্দেশিত শর্তসমূহের কোনটাই পালন করছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। শর্তসমূহের অন্যতম হচ্ছে ভর্তির সময় কোনক্রমেই উন্নয়ন ফী বাবদ ৫০ হাজার টাকার বেশি নেয়া যাবে না।

অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির সময় ছাত্র বিশেষে কারও কারও কাছ থেকে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা থেকে সর্বনিম্ন ২ লাখ ২৫ হাজার টাকাও নিয়েছে। আদায় করা এসব টাকার ক্ষেত্রে কাউকে সঠিকভাবে কাগজপত্র ও রসিদও দেয়া হয়নি।

এছাড়াও মাসিক বেতন নেয়ার ক্ষেত্রে ১ম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত ১২০০ টাকার স্থলে নেয়া হচ্ছে ২৫শ' টাকা। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ১৫শ' টাকার বেতন নেয়ার নির্দেশিত শর্ত থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ৩৫শ' টাকা।

পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজে ৩শ' ছাত্রছাত্রী থাকলে ভর্তির সময়ই উন্নয়ন ফী বাবদ জনপ্রতি ৩ লাখ টাকা ধরে

নানা অজুহাতে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা

হাতিয়ে নেয়া হয়েছে ৯ কোটি টাকা। পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজের ইন্টার্নী ডাক্তারদের সম্মানী ভাতা ৫ হাজার টাকা দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হচ্ছে ২ হাজার টাকা করে। তাও ৪ মাস ধরে ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এককালীন উন্নয়ন ফী বাবদ ফেরতযোগ্য ১০ হাজার টাকা দেয়ার কথা থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ এই টাকা দেবে না জানালে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এছাড়াও এই কলেজে পূর্ণ এক বছর ইন্টার্নীশিপ করার কথা থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তা মানছে না। পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজের চেয়ারম্যান ডা. রকিবুল হোসেন রুমি। অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর কবির এবং সেক্রেটারি ডা. শফিকুর রহমান। এঁরা পরস্পর আত্মীয়।

ছাত্ররা বলেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের এসব ন্যায্য দাবি না মেনে বলেছে, আমাদের কলেজ, আমাদের সিদ্ধান্তই ফাইনাল, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মানি না। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজে যাওয়া হলে কর্তৃপক্ষ কোন ধরনের কথা বলতে চায়নি।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, ঢাকায় সরকারী ডেন্টাল কলেজ ছাড়া চারটি বেসরকারী ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। সরকারী কলেজের ন্যায় বেসরকারী ডেন্টাল কলেজগুলোতেও একই সময়ে একই নিয়মে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নপত্রও একই। শুধু পার্থক্য সরকারী ডেন্টালে ভর্তি ফী সামান্য টাকা আর বেসরকারীতে লাগে কয়েক লাখ টাকা। অভিযোগ রয়েছে, পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজের ন্যায় অন্য বেসরকারী ডেন্টাল কলেজগুলোতেও একই অনিয়ম ও অব্যবস্থা বিরাজ করছে।

রহস্যের বিষয়, পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজকে ১২ জুলাই '৯৮ সালে অনুমোদন দেয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা শাখা। এতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির কথা বলা হয়। এক বছরের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ভবন নির্মাণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এর কোনটাই পালন করেনি পাইওনিয়ার কলেজ। রহস্য হচ্ছে, '৯৮ সালে কলেজ অনুমোদন দেয়া হলেও সেশন চালু করা হয়েছে '৯৭ সাল থেকে।